ইত্তেফাক

তারিখ 15 JUL 2009
পৃষ্ঠা

পুলিশ তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতার ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে -ইত্তেফাক

ছাত্রলীগ নেতাসহ ১৭ জন গ্রেফতার ধারালো অস্ত্র ও লাঠি উদ্ধার

তেজগাঁও পলিটেকনিকের তিন ছাত্রাবাসে তল্লাশি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

রাজধানীর তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার গভীর রাতে পুলিশ তিনটি ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫ জনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদশেষে ১৭ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ১৮ জনকে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের হেফাজতে দিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্র। হকিস্টিক ও লোহার রড।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সোমবার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ চলাকালে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে মহড়া দেয়া এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশের সামনে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়ার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হাসানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনামুল সিভিল বিভাগের ৮ম সেমিস্টারের ছাত্র। তার হাতে থাকা অস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে মহড়া দেয়া ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃতরা হলেন, রাকিব ইসলাম ওরফে মাসুদ, সালমান হাসান, আবু নাসের, রুহুল আমিন, সিকা রাসেল, কাওসার আলম, তানজিরুল ইসলাম রহিম, মোস্তফা মিলন, এনামুল হাসান, ফরহাদ হোসেন, আলীম রাজ ও আল ইকরাম ওরফে নিকসন।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ডিসি চৌধুরী মঞ্জুরুল কবির জানান, সোমবার মধ্যে রাতে এক সঙ্গে তিনটি হলে পুলিশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় অর্ধশতাধিক ধারালো অস্ত্র ও লাঠি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের বেশির ভাগই লতিফ ছাত্রাবাসে ছিল। এ সময় যেসব (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগ নেতাসহ

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্রাবাসে অস্ত্র পাওয়া গেছে সেই শিক্ষার্থীদের আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের ব্যাপারে হল সুপারসহ কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য জানতেন কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গত সোমবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় ১০ জন আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে সংঘর্ষকারীরা রামদা, হাসুয়া, ছোরা, চাপাতিসহ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে।

শিল্পাঞ্চল থানার ওসি ওমর ফারুক জানান, গ্রেফতারকৃতরা সবাই ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সংঘর্ষের সময় বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদের ভিডিও ফুটেজ ও স্টিল ছবি দেখে সনাক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত এনামুল হাসান দাবি করেন, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যান। তার হাতে অস্ত্র থাকার ব্যাপারে তিনি জানান, তার হাতে অস্ত্র নয়। একটি লোহার পাত ছিল। ক্যাম্পাসের এক ভুনিয়র ছেলের হাত থেকে তিনি অস্ত্রটি নেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করাই ছিল তার উদ্দেশ্যে।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শামসুল আলম জানান, হলে কোন ধরনের অস্ত্র থাকে না। এসব অস্ত্র বহিরাগত সন্ত্রাসীরা নিয়ে আসে।